দৈনিক বাংলা

166

তারিখ ...15/1/80...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 3 ...

জিয়া কর্তৃক পঞ্চগড় মহকুমা সদরের ভিত্তি স্থাপন

উন্নয়ন বিরোধীদের সম্পর্কে সতর্ক হোন

ঠাকুরগাঁও, ১৪ই জানুয়ারী (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজ যেসব লোক উন্নয়ন প্রতিক্রিয়াকে নস্যাৎ ও খাল খনন কার্যক্রমের বিরোধীতা করতে উঠে-পড়ে লেগেছে তাদের সম্পর্কে সাবধান থাকার জন্য জনগণকে সতর্ক করে দেন।

প্রেসিডেন্ট আজ সকালে দিনাজপুরের পঞ্চগড় যাওয়ার পথে পথিপার্শ্বে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এটা দুঃখজনক যে কিছু লোক খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে যে বিপ্লব শুরু করা হয়েছে তার সমালোচনা করছে। 'আপনাদের অবশ্যই কঠিন পরিশ্রম করতে হবে এবং এ কর্মসূচীতে আপনাদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে তাদের অবশ্যই জানিয়ে দিতে হবে যে এসব কর্মসূচী ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে না' বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিস্তীর্ণ অব্যবহৃত জমির উল্লেখ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রতি সেসব জমির সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

ঠাকুরগাঁওয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জনগণের কল্যাণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিক কর্মতৎপরতা দিয়ে জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জনের জন্য দলের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি তাদের প্রতি জনগণের হৃদয়াসনে দলের ভিত্তি স্থাপনের আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট দলীয় কর্মীদের প্রতি দলের আদর্শসমূহ অনুসরণের পরামর্শও দেন এবং বলেন, দলের স্থান সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

বিএনপি প্রধান তাঁর দলের লোকদের বলেন, বিএনপি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা বিধায় সরকার এবং জনগণকে পথ নির্দেশ দেয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিসমূহ প্রণয়নে সহায়তা করবে। দলের চেয়ারম্যান দলীয় কর্মীদের সব খাল খনন কর্মসূচীতে শরীক হওয়ার এবং বিপ্লবকে সফল করার নির্দেশও দেন।

ঠাকুরগাঁওয়ের জনগণকেও প্রেসিডেন্ট বলেন, সরকার তাদের এলাকা ও সেই সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের প্রতিও যথাযথ দৃষ্টি দেবেন।

প্রেসিডেন্ট আজ সন্ধ্যায় রংপুরে পৌঁছেন এবং সেখানেও একটি কর্মী সভায় ভাষণ দেন।

পঞ্চগড় মহকুমা সদরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

অপর এক খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজ দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে দেশের ৭০তম মহকুমা পঞ্চগড়-এর সদর দফতরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অব্যবহিত

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ভিত্তি স্থাপন

(১ম পৃঃ পর)

পরেই সেখানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট নয়া মহকুমার জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে একটি নয়া মহকুমা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার জনসাধারণের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। তিনি নয়া মহকুমার সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাদের সম্ভাব্য সবরকম সরকারী সাহায্য দেয়ার আশ্বাসও দেন।

প্রেসিডেন্ট বিএনপি ও তাঁর আগের দেয়া আশ্বাসসমূহের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রচেষ্টায় আজ পঞ্চগড়ের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে দেখে তিনি খুশী।

প্রেসিডেন্ট শ্রোতাদের আরও বলেন, দেশের জনগণই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে। এখন সারা দেশের জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে এ দলকে তার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাহায্য করা—জনগণের সার্বিক কল্যাণই যে কর্মসূচীর লক্ষ।

বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের সূচনার উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চগড়ের জনসাধারণের প্রতি খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার বিপ্লবের এ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার আহ্বান জানান। তিনি স্বয়ম্ভর ভিত্তিতে করতোয়া নদী পুনর্খননের জন্যেও তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

সরকারের খাল খনন কর্মসূচী সফল করার প্রয়োজনীয়তার ওপরে জোর দিয়ে প্রেসিডেন্ট শ্রোতাদের আশ্বাস দেন যে তিনি আবার এ এলাকা সফরে আসবেন এবং জনগণের সঙ্গে তাদের খাল খনন কার্যক্রমে শামিল হবেন।

বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় তথা দেশ থেকে নিরক্ষরতা মোচনের পর্যায়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি তাদের প্রতি এ ব্যাপারে কাজ করার জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আগামী মাস থেকে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করা হবে।

পরে প্রেসিডেন্ট চাউা-ঢেপরা খাল পুনর্খনন এলাকাও পরিদর্শন করেন এবং হাজার হাজার লোকের সঙ্গে কাজে শরীক হন।

এ এলাকায় জনগণের উদ্দেশে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট স্বয়ম্ভর ভিত্তিতে এমন একটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেয়ার জন্যে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, পুনর্খনন কাজ শেষ হলে এ খাল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।